বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ

তুহিন সাজ্জাদ সেখ

তুহিন সাজ্জাদ সেখ গণিতের সাম্মানিক স্নাতক ও ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবিজ্ঞান প্রচারক।তিনি একজন কবি ও জনবিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখক।তাঁর লেখা কালান্তর, এনভায়রনিউজ, পরিবেশ ও বিজ্ঞান, উত্তরের সারাদিন প্রমুখ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাম্প্রতিক তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে আকাশবাণীর জন্যও আলেখ্য রচনা করেছেন।

সংক্ষিপ্তসার

বাহান্ন টি অক্ষরে সমৃদ্ধ বাংলা বর্ণমালা।আর তার মধ্যেকার কয়েকটি বর্ণের সমাহারে তৈরি হয় একটি শব্দ; কতগুলো অর্থবোধক শব্দের সুসজ্জা রূপ দেয় একটি বাক্যের; অনেকগুলো সুসংগত বাক্য মিলিত হয়ে তৈরি করে একটি গল্পের; গল্পের শেষে আমরা অর্জন করি বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান; আর এই বিজ্ঞানের আলোয় প্রদর্শিত হয় আমাদের এগিয়ে চলার পথ।

বাংলা ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ।এই ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের সুযোগ সুদুরপ্রসারী এবং আকর্ষনীয়।বাংলা সাহিত্যে, গল্পে, কবিতায় বিজ্ঞানের উপস্থিতি খুব প্রয়োজনীয়। বাংলায় লেখনী বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের এক অন্যতম হাতিয়ার।

সম্প্রতি লক্ষনীয় বাংলায় গনমাধ্যমগুলি বিজ্ঞান বিষয়ক কোন রকম চর্চায় খুব নিস্ক্রিয় যা একেবারেই অবাঞ্ছিত।বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় প্রদর্শনীর মাধ্যমে গনমাধ্যমগুলিতে সম্প্রচার করতে হবে।এর জন্য বিজ্ঞান সাংবাদিকতায় ও বিজ্ঞান লেখনীর উপর জোর দেওয়া খুব প্রয়োজন।বিজ্ঞানের গল্প, কবিতা ও সাহিত্য প্রকাশের জন্য নতুন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রকাশ করাটা খুব জরুরি।এই কাজের জন্য যুব সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করতে হবে।এটা সম্ভব বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে।বিভিন্ন সরকারি রেজিস্ট্রিকৃত ক্লাবগুলোকে এই ধরনের কর্মযজ্ঞে আহ্বান করা একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ।

সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মস্থলের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।একটি শিশু মনে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ হলে আগামী দিনে বিজ্ঞানসমাজ গড়ে উঠতে কোন বাধা থাকবে না।

সোশ্যাল মিডিয়ার তাড়িত আবেগকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান জ্ঞাপন এবং জনপ্রিয়করণের কাজটা খুব সহজে ও দ্রুত করা সম্ভব।এই মাধ্যমের সাহায্যেই যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজ্ঞানের কৃষ্টি এবং সৃষ্টির ইতিহাসকে তুলে ধরাটা যথেষ্ট প্রয়োজনীয়।যুব সম্প্রদায়ের মনে বিজ্ঞানমনস্কতার ছাপ এঁকে দিতে পারলেই সমাজে অপসংস্কৃতি দূর হবে এবং সুসংগত উন্নয়নের দিকে সভ্যতা দ্রুত এগিয়ে যাবে।

একথা একেবারেই ভুলে গেলে চলবে না যে, যেখানে বিজ্ঞান সেখানেই বিপ্লব; যেখানে বিপ্লব সেখানেই পরিবর্তন; যেখানে পরিবর্তন সেখানেই উন্নয়ন; যেখানে উন্নয়ন সেখানেই এগিয়ে চলার পথ প্রশস্ত; আর সেই প্রশস্ত পথেই এগিয়ে যাবে আগামী দিনের সমাজ ও সভ্যতা।তাই বিজ্ঞান চর্চা ও জনপ্রিয়করণের আবশ্যকতা খুব জরুরি।